একাডেমী ট্যুরিজম

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আকৃষ্ট করে থাকে দেশী-বিদেশী সকল আগন্তককে। এ ছাড়াও এর মনোমুগ্ধকর সবুজ ক্যাম্পাস ও পল্লী উন্নয়নে এর উদ্ভাবিত সবুজ প্রযুক্তি ভিত্তিক মডেলগুলির প্রতি আগ্রহ থেকে নিয়মিতভাবেই একাডেমী পরিদর্শন ও শিক্ষালাভ করে থাকেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার্থী ও উন্নয়ন কর্মীরা। আর এ কারনে দেশী-বিদেশী সকল সবুজপ্রেমী পর্যটকদের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ক্যাম্পাসে রয়েছে গ্রীন ট্যুরিজমের ব্যবস্থা। গতানুগতিক ব্যাপক পর্যটনের বিপরীতে এখানে পর্যটনের সকল আকর্ষণই শিক্ষনীয়, আনন্দদায়ক ও সবুজ কর্মকান্ড। একাডেমীর ১২০ একরের সুবিশাল ক্যাম্পাসে বিদ্যমান পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান ও মডেলগুলিকে পরিদর্শনের মাধ্যমে আপনি অনুভব করতে পারবেন গ্রাম বাংলার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নয়ন ধারাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন **সবুজ কর্মকান্ডে** নিজেকে সম্পৃক্ত করে আপনি পাবেন অনাবিল আনন্দ। এছাড়াও একাডেমী ক্যাম্পাসের প্রায় তিন শতাধিক উচ্চ মানসম্পন্ন আবাসন সুবিধা ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ক্যাফেটেরিয়া আপনার অবস্থানকালীন সময়কে করবে আরো সুখময়। আমাদের প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড আপনার অবস্থানকে করে তুলবে আরো প্রাণবন্ত।

বাংলাদেশে একসাথে এতগুলি সবুজ প্রযুক্তি দেখার ও জানার সুযোগ রয়েছে শুধুমাত্র পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র ক্যাম্পাসে। এছাড়াও ক্যাম্পাসের সকল বৃক্ষে সংযোজিত ট্যাগ দেখেও চেনা ও জানা যাবে তাদের সম্পর্কে। একাডেমীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপনকৃত খনার বচনগুলি আপনাকে মুগ্ধ করবেই। এসমস্ত সবুজ প্রযুক্তি জানতে জানতে আর মনোরম ফুলের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে কেটে যাবে আপনার অবস্থানকালীন সময়। আর স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহনে রাতে লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনতো থাকছেই।

একাডেমীর এই গ্রীন ট্যুরিজম কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হলে পূর্ব হতে যোগাযোগ করে কমপক্ষে ১০ জনের একটা গ্রুপে আসার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। একাডেমীর সবুজ ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করে এই সবুজ পর্যটনের সাথে আপনি চাইলে একাডেমীর প্রকল্পভুক্ত নিকটবর্তী যেকোন গ্রাম বা যেকোন বিশেষায়িত গ্রাম যেমন দই গ্রাম, টুপিগ্রাম, কম্বলগ্রাম ইত্যাদি অথবা ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়, বেহুলা লক্ষীন্দর এর বাসর ঘর, সারিয়াকান্দি যমুনা স্পার বা চরাঞ্চলে গৃহীত প্রকল্প গ্রামেও পরিভ্রমনের সুযোগ থাকবে। এ জন্য বিভিন্ন ধরন ও মেয়াদী প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে।

এই প্যাকেজগুলির জন্য প্রয়োজন অনুসারে একাডেমীর গাড়ী ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এমনকি ট্যুরিষ্টদেরকে ঢাকা থেকে আসা বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ট্যুরিষ্টদের জন্য সুযোগ আছে তাদের পছন্দের প্যাকেজ বেছে নেবার।

পর্যটকদের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ক্যাম্পাসের সবুজ কর্মকান্ডসমূহ:

- ❖ ৮০ একর বিস্তৃত প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন, যেখানে রয়েছে
  - ➢ একাডেমী উদ্ভাবিত/ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃষিজ কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির পরিদর্শন। এখানে আপনি পরিচিত হতে পারবেন বিভিন্ন ফসলের চাষ পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে। এছাড়াও জানতে পারবেন বিভিন্ন ফসলের জাত উন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে। আরো পরিচিত হতে পারবেন কৃষিকাজের বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন- ট্রাক্টর, বীজ বপন যন্ত্র, ধান কাটার যন্ত্র, ধান মাড়াই যন্ত্র, ধান শুকানোর যন্ত্র ইত্যাদি। আপনার জন্য সুযোগ থাকছে এগুলি চালানো ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে যুক্ত হবার।
  - ➢ দোতলা কৃষি, একই জমিতে একসাথে একাধিক ফসলের চাষ
  - ➢ আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও সৌর শক্তিকে কৃষিকাজে ব্যবহার
  - ➢ দোতলা দুগ্ধ খামার ও দুগ্ধ খামারের আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এখানে মেশিন অথবা হাত দিয়ে গাভীর দুধ দোয়ানো দেখার বাড়তি সুযোগ রয়েছে।
  - ➢ বায়োগ্যাস উৎপাদন ও এর স্লারী থেকে জৈবসার উৎপাদন কৌশল পর্যবেক্ষণ
  - ➢ আধুনিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালন। এখানে পোল্ট্রির শেলফ থেকে ডিম সংগ্রহ করারও বাড়তি সুযোগ রয়েছে।
  - ➢ আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন পর্যবেক্ষণ।
  - ➢ আধুনিক মৎস্য হ্যাচারী; যেখানে সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন জাতের মাছের রেণু পোনা উৎপাদন কৌশল পর্যবেক্ষণের। এছাড়াও রয়েছে হুইল/বড়শী দিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা
  - ➢ আধুনিক টিস্যু কালচার ল্যাব; যেখানে সুযোগ রয়েছে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা উৎপাদন কৌশল পর্যবেক্ষণের।
  - ➢ ফুলজ ও ফলদ গাছের নার্সারী; যেখানে রয়েছে দেশী-বিদেশী হরেক রকমের হাজারো গাছের চারা। এসমস্ত গাছের উপকার ও ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন নার্সারী দুটিতে। এছাড়াও রয়েছে পছন্দের চারা কেনার।
  - ➢ দূষনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং পাখীর কলকাকলীতে মুখরিত পরিবেশ বান্ধব ক্যাম্পাস যেখানে রয়েছে বিভিন্ন পাখী ও অন্যান্য প্রায় হারিয়ে যেতে বসা অনেক প্রজাতির জীবই দেখা যাবে এ ক্যাম্পাসে।